R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
**সেরা বিদূষক**
( ১ম ও ২য় খণ্ড )
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত )
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।
২৫শে মার্চ, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

## ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের কথা না বলেই শিলান্যাসের দু' বছর বাদে সেতু তৈরীতে নামছে জেলা পরিষদ

বিশেষ প্রতিবেদক : বহু টালবাহানার পর রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে গত ২৪-২-৯৬-এ ভাগীরথীর উপর সেতুর শিলান্যাস করার পর দীর্ঘ দু' বছর বাদে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ তার নির্মাণ কাজে হাত দিচ্ছে। এ ব্যাপারে ২৫ মার্চ স্থানীয় ছায়াবাণী সিনেমা হলে এক নাগরিক সমাবেশের ডাক দেয় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ। সমাবেশে যোগ দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী, সিপিএমের জেলা সম্পাদক মধু বাগ, সেতুর অর্থের যোগানদার ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য পূর্ত (সড়ক) বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, সেতু তৈরী করার আধাসরকারী সংস্থা ম্যাকিনটোশ বার্ণের প্রতিনিধি, জঙ্গিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি প্রমুখ। কর্মকাণ্ডের সার্থক রূপায়ণের লক্ষ্যে গড়া হয়েছে একটি সরকারী ও একটি বিশাল বেসরকারী কমিটি। সরকারী কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন জঙ্গিপুর পৌরসভার পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও ঐ কমিটিতে থাকছেন পূর্ত (সড়ক) দপ্তরের এক্সিকুটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ম্যাকিনটোশবার্ণ কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রমুখ। অন্যদিকে বেসরকারী বেনিফিসিয়ারী কমিটিতে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। সেখানে রয়েছেন কনভেনার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, বর্তমান ও প্রাক্তন সাংসদ (জঙ্গিপুর), প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়ক (সুতী ও জঙ্গিপুর), রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ( ২য় পৃষ্ঠায় )

## ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে আই সি ডি এস অফিসে কর্মী-অফিসার বিরোধ তুঙ্গে

বিশেষ প্রতিনিধি : অফিসের কাজে শৃঙ্খলা আনতে গিয়ে সম্প্রতি অধঃস্তন কর্মচারীদের হাতে একপ্রকার নিগৃহীত হলেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক স্বর্ণেন্দু মণ্ডল। গত ১৯ মার্চ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আবেদনের অনুমোদিত সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিলের জেলা স্তরের নেতাদের উপস্থিতিতে তাঁর অফিসের কর্মীরা হুমকি দিয়ে তাঁকে কিছু অবৈধ ট্যুর বিলে সই করতে চাপ সৃষ্টি করেন বলে শ্রীমণ্ডল আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ ১ং ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীপদে কোনো সিডিপিও ছিলেন না। ৯৬ এর আগে পর্যন্ত ভাস্কর চৌধুরী লালগোলা এবং রঘুনাথগঞ্জের কাজ একসঙ্গে সামলাতেন। শ্রীমণ্ডল ৯৬ এর নভেম্বরে এই অফিসে যোগ দেন। তিনি বলেছেন এর আগে অফিস ছিল একটা আড্ডাখানা। কর্মীদের আসা যাওয়ার কোনো নিয়মকানুন ছিল না। তিনি এখানে এসে অফিসে আসা যাওয়া, কাজকর্মে শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করেন। এ নিয়ে প্রথম দিন থেকেই তাঁকে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অফিস কর্মচারীদের বক্তব্য শ্রীমণ্ডল নিজেই কোনো নিয়ম মানেন না। গত বছর জুলাই মাসের বেতন তাঁরা ৪ আগষ্টে পেয়েছেন। এবার নির্বাচনের সময় এসডিওর অনুমতি না নিয়েই তিনি ছুটিতে চলে গিয়েছিলেন। কর্মীদের অভিযোগ ( ৩য় পৃষ্ঠায় )

## গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দু' জায়গায় বধূ হত্যা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৪ মার্চ দুপুর ১২-৩০ নাগাদ স্থানীয় বালিঘাটা পল্লীতে নাসির সেখের স্ত্রী রোকেয়া বিবি (১৮) অগ্নিদগ্ধ হন। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে পাড়া প্রতিবেশীরা জানান এবং তাঁরাই রোকেয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঐ দিন রাতে রোকেয়ার মৃত্যু হয়। খবর, বিয়ের পর থেকে স্বামী, ভাসুর, শাশুড়ী, দেওর, ননদ রোকেয়ার উপর অত্যাচার ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## উমরপুরে বাস দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৪ মার্চ বেলা ১০-৩০ নাগাদ ৩৪ নং জাতীয় সড়কের উমরপুর পাওয়ার ষ্টেশন ও ঘোড়শালা যাবার রাস্তার মুখে 'মিনতি ট্রাভেলস্' নামে একটি যাত্রবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পালটি খায়। আমাদের ধুলিয়ানের সংবাদদাতা ঐ বাসের একজন যাত্রী ছিলেন। তাঁর বিবরণে প্রকাশ, জঙ্গিপুর ব্যারেজ ও আহিরণ হাট ষ্টপেজ থেকে বেশ কিছু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বসে ওঠে। বাসের (শেষ পৃষ্ঠায়)

## শব্দ দূষণ বন্ধ হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কি শব্দ দূষণ এলাকার বাইরে? কোন বাইরের মানুষ এই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন, উচ্চ মাধ্যমিকের প্রাক্কালে এসে প্রশ্ন রাখলে, তার জবাব মিলবে না। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে কোন সময় উচ্চস্বরে মাইকে গান বাজিয়ে আইসক্রিম বিক্রি, মাইক, রেডিও, বস্ত্র মেরামত দোকানে যখন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।

## ।। আশু প্রয়োজন ।।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে ও ওড়িশার জলেশ্বরে ঘূর্ণিঝড়ের যে তাণ্ডব ঘটিয়াছে, তাহা বোধ করি, অভূতপূর্ব। এইজন্য অভূতপূর্ব যে, এত স্বল্পকালের ঝড়ে এমন বিশাল ক্ষয়ক্ষতি খুব কমই দেখা যায়। এমনই ঝড় হয় যে, পাকাবাড়ি ধূলিসাৎ হইয়াছে; জলাশয়ের বড় মাছ গাছের উপর উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাটির বাড়ি, গাছপালা প্রভৃতির দুর্দশা সহজেই অনুমেয়। হতাহতের সংখ্যাও কম নহে। মেদিনীপুরের দাঁতন ও এগরা এলাকার গ্রামগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন। ভাঙা ঘরবাড়ি চাপা পড়িয়া বহু হতভাগ্যের প্রাণ গিয়াছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ একান্ত অসহায়। উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যায় বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ী-ধস প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সেই সব ক্ষেত্রে মানুষকে দুর্দৈবের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। আধিদৈবিক এই বিপর্যয়কে মানুষ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে।

ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতি বুঝিবার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে ব্যবস্থা লওয়ার পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এবং দুইজন সাংসদকে প্রধানমন্ত্রী দাঁতন ও জলেশ্বরে প্রেরণ করেন বলিয়া সংবাদে জানা যায়। উক্ত সাংসদদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। এই লইয়া লোকসভায় বিরোধীপক্ষ তুলকালাম আরম্ভ করেন যে, শাসকপক্ষ মানুষের দুর্গতিতে রাজনীতি করিতেছেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী নিয়ম বহির্ভূতভাবে কিছুই করেন নাই। তিনি এই ব্যাপারের যে যে পদক্ষেপ লইয়াছিলেন, তাহা যথারীতি লোকসভায় জানাইয়া দিয়া বিরোধীপক্ষের বক্তব্যকে বেমানান প্রমাণ করেন।

কিন্তু ঝড়ের জন্য রাজ্যসরকার তৎপর হইতে যে সময় লইয়াছেন, তাহা সমালোচনার ঊর্ধ্বে যায় না। কেন্দ্রীয় দল পাঠাইবার পরে তাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসক দলের প্রতি অভিযোগ শুরু করিলেন বলিয়া জানা যায়। আবার ত্রাণসামগ্রী প্রদান বিষয়ে যাহা জানা যাইতেছে, তাহাও সমর্থনযোগ্য নহে। বেসরকারী পক্ষ যে ত্রাণসামগ্রী লইয়া গিয়াছেন, তাহা নাকি সিপিএম পার্টি অফিসে জমা দিতে বলা হয়; স্বাধীনভাবে বিতরণ করিতে দেওয়া হয় না। ইহার মত মর্মান্তিক বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে মনে রাখিয়া দুর্গত মানুষদের মনোভাবকে নিজেদের অনুকূলে আনিবার প্রয়াস বলিয়া অনেকেই ভাবিতেছেন।

সর্বোপরি প্রথমেই দাঁতন-জলেশ্বরে মমতার উপস্থিতি তথাকথিত মমতাবিরোধীদের না-পসন্দ হইয়াছে। কিন্তু মমতা নিজে হইতে যান নাই; তাঁহাকে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে পাঠান হইয়াছিল। তৎপূর্বে মেদিনীপুরের এম-পি ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে যাইবার কথা প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন। তিনি পরে যাইবেন বলাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান হয়। ইহাতে রাজনীতির বিষয় কী থাকিতে পারে? প্রধানমন্ত্রী পরে লোকসভাতে ঘোষণা করেন যে, আর কোনও দল সেখানে যাইতে চাহিলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং সেইমত করিয়াছেনও। রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতেও মন্ত্রীরা দুর্গত এলাকায় গিয়াছেন।

পূর্বে হউক বা পরেই হউক, ঝঞ্ঝাকবলিতদের ত্রাণ সাহায্য প্রদানে যেন রাজনীতির বাষ্প না থাকে, ইহাই কাম্য। খাদ্য, পরিধেয়, ঔষধ ও সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যেমন আশু প্রয়োজন, তেমনই অগ্রাধিকার দিয়া জরুরীভিত্তিতে গৃহহারাদের উপযুক্ত পুনর্বাসন ও জীবিকার্জনের বিষয় সুনিশ্চিত করিতে হইবে। এবং এই ব্যাপারে উন্নাসিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে হইবে।

## ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের কথা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

২নং ব্লক এবং সুতী ১নং ব্লকের জেলা পরিষদের সদস্যরা, উক্ত ব্লকগুলির সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান, জঙ্গিপুর পৌরসভার সমস্ত কমিশনার, জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাব ও ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, এলাকার সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ বহু মানুষ। সভার সভাপতি নৃপেন চৌধুরী জানান, আগামী মে মাসেই সেতুর কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে সেতু তৈরীর শুরুতেই রাস্তার দু'ধারের ব্যবসায়ীদের সরে যেতে হবে। তাঁরা যাবেন কোথায় বা ভবিষ্যতে ব্যবসায়ীদের কোথায় জায়গা দেওয়া হবে সে প্রসঙ্গে সমাবেশে কোন বক্তব্য ছিল না। স্বভাবতই ক্ষুব্ধ জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গত ২৩ মার্চ ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবীতে পুরপতির কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এছাড়া সমাবেশের দিন ব্যবসায়ী সমিতি জেলা পরিষদের সভাধিপতির হাতেও তাদের পুনর্বাসনের দাবীতে একটি ডেপুটেশন প্রদান করেন। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষে সভাপতি পার্থসারথি নাথ ও প্রতিনিধি স্বপন চন্দ জানান, ব্রীজ তৈরী হোক আমরাও চাই। তবে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে স্থানীয় পুরসভা ও জেলা পরিষদকে কিছু দাবী জানিয়েছি। পরে যাতে ব্রীজের ফ্লাইওভারের নীচে আমাদের ব্যবসা করতে দেওয়া হয় তার জন্যও অনুরোধ করেছি। ব্রীজ তৈরীর ফলে ফুলতলা থেকে গাড়ীঘাট পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে কমবেশী প্রায় দুশো দোকান ও বাড়ীঘর ভাঙ্গা পড়ার তালিকায় আছে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য গত ১৯৯২ সালে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সুরেশ কুমারের নেতৃত্বে ফুলতলা থেকে গাড়ীঘাট পর্যন্ত বেদখলকারী স্থায়ী অস্থায়ী বাড়ী ঘর ভাঙ্গা পড়ে। সে সময় ঐ এলাকার বহু ব্যবসায়ী জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফী আদালতে ও হাই কোর্টে মামলা দায়ের করায় ইঞ্জাংশন জারী হয়। ফলে প্রশাসনকেও ভাঙ্গার ব্যাপারে পিছিয়ে আসতে হয়।

সমাবেশে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী ব্রীজ তৈরীর জন্য ১৯—২০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর হয়ে গেছে, ত্রিশ বছরে আমাদের এ লোন শোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে যানবাহন ছাড়াও পায়ে হাঁটা মানুষদের টোল ট্যাক্স দিতে হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়ে রাখেন। আগামী তিন বছরের মধ্যে সেতুর কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে তাঁরা মনে করেন। নদীর উপর মূল সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৩৩০ মিটার। নদীর পর সেতুর দুদিকে ল্যাণ্ডিং ফ্লাইওভার হবে ২৭৫ মিটার করে মোট ৫৫০ মিটার। পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্ষদের কাছে জেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই তিনি কোটি টাকা ঋণবাবদ পেয়ে গেছে। সমগ্র ঋণের টাকার গ্যারান্টার থাকবে রাজ্য সরকার। সেতু তৈরী করবে আধা সরকারী সংস্থা ম্যাকিনটোশ বার্ণ। কারিগরী সহযোগিতায় থাকবে পূর্ত্তদপ্তর। সেতুর মালিকানা ও আর্থিক দায়দায়িত্বর ভার নেবে জেলা পরিষদ। ঋণের টাকা বার্ষিক ১৫ শতাংশ সুদে পরিশোধ করবে জেলা পরিষদ। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও সিপিএমের জেলা সম্পাদক মধু বাগ সেতু তৈরীতে সকল স্তরের মানুষের সমর্থন প্রার্থনা করেন। ফিনানসিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে তিন কোটী টাকা জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে তা আগামী জুন মাসের মধ্যে খরচ দেখাতে হবে। এবং যে টাকা সেতু নির্মাণে দেওয়া হচ্ছে সেটা তুলে দেওয়ার দায়ীত্ব অ.শাকবাবু জনগণের উপরেই ছেড়ে দেন।

## ● পশ্চিমবঙ্গ সরকার ●

আমাদের অঙ্গীকার

জনগণের সাথে

ছিলাম—

আছি—

থাকবো—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৭৩০ (২৯) ১৬-৩-৯৮


## থানার সন্নিকটে দুঃসাহসিক চুরি

সাগরদীঘি : গত ১৭ মার্চ দুপুর ১২টা নাগাদ থানার সন্নিকটে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক অধীর মণ্ডলের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। দুষ্কৃতীরা গ্রীল ভেঙে দোতলার ঘরে ঢুকে আলমারীর লকার খুলে সাত ভরি ওজনের সোনার গয়না, নগদ ১২-১৩ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। সেই সময় অধীরবাবু মাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটিতে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও বাড়ীতে ছিলেন না। সাগরদীঘি থানায় যথারীতি খবর জানানো হয়েছে কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

### কর্মী-অফিসার বিরোধ তুঙ্গে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর আগে অনেকবার এ নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোন কাজ না হওয়াতে তাঁরা এবার ডেপুটেশন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনের সময় বাড়ীতে জরুরী কাজে শ্রীমণ্ডলকে চলে যেতে হয়। এরজন্য তিনি এসডিওকে লিখিত আবেদন করে-ছিলেন। সর্বোপরি তাঁর বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে জেলার আধিকারিকদের কাছে করা যেতো। তার অধস্তন কর্মীদের ডেপুটেশনের নামে দুর্ব্যবহারে তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে মার্চ এণ্ডিং-এ অফিসের যাবতীয় বিল গত ১৬ মার্চ ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার শেষ তারিখ থাকা সত্ত্বেও বিল জমা পড়েনি। এই নিয়ে অফিসে তিক্ততা দেখা দেয়। যদিও স্বর্ণেন্দুবাবুর মতে অফিসের বিল জমা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। জানা যায় বিল ট্রেজারীতে শেষ পর্যন্ত ২৩ মার্চ জমা পড়ে। স্বর্ণেন্দুবাবুর বক্তব্য, পূর্বতন আংশিক সময়ের সিডিপিওরা অফিস এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। আমি এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ায় কর্মীদের সঙ্গে তিক্ততা বাড়ছে। কর্মীরা অফিসে একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালাবার চেষ্টা করছে। গত নভেম্বর-ডিসেম্বর '৯৭ এর টি-এ বিল গত মার্চ '৯৭ তারিখে অনুমোদন করে যান পূর্বতন সিডিপিও অশোক পোদ্দার। সে বিলে তারিখ ঠিক করা না পর্যন্ত শ্রীমণ্ডল সই করতে রাজী না হ'লে সে ব্যাপারেও সেদিন নেতারা তাঁকে রীতিমতো হুমকী দেন বলেও শ্রীমণ্ডল জানান।


## পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

বানান ও অভিধান :—বাংলা বানানবিধি ৫ আকাদেমি বানান ৬০। বিবিধবিদ্যা সংগ্রহ : বাঙ্গালীর সংস্কৃতি (৩য় সং) ১৬ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালীর ভাষা (২য় সং) ১৫ সুকুমার সেন। কলকাতা তিনশতক (৩য় সং) ২০ কৃষ্ণ ধর। ভারতের কৃষিপ্রধান ও গ্রামীণ সমাজ (৩য় সং) ২০ গৌতমকুমার সরকার। বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত (২য় সং) ১০ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান (২য় সং) ১৫ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বাংলার ইতিহাস-সাধনা (২য় সং) ১৫ প্রবোধচন্দ্র সেন। পরমাণু অভ্যন্তরে (২য় সং) ২০ কুঞ্জবিহারী পাল। মুদ্রণচর্চা ১৫ দীপঙ্কর সেন। বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ (২য় সং) ২০ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার চিত্রকলা ১০০ অশোক ভট্টাচার্য্য। ছোট গল্পের কথা (২য় সং) ২০ ভূদেব চৌধুরী। প্রসঙ্গ অর্থনীতি ৪০ ভবতোষ দত্ত। মাটি ১৫ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। মহাকাশ ৪০ রমাতোষ সরকার। শিল্পী ও রূপকলা ৩৫ চিন্তামনি কর। অপ্রচলিত শক্তি উৎস ২৫ অমিতাভ রায়। শিল্প ভাবনা ২৯ সুবোধ ঘোষ। যখন ছাপাখানা এল ৭৫ শ্রীপান্থ। পৃথিবীর ভাষা : ইন্দো-ইউরোপীয় প্রসঙ্গ ৫৫ পরেশচন্দ্র মজুমদার। ভাষা ও সাহিত্য ২৫ হরেন্দ্রনাথ দত্ত। জীবনী গ্রন্থমালা :—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২ বিজিতকুমার দত্ত। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২য় সং) ১৫। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য। সুকুমার ১৪ লীলা মজুমদার। সুনীলকুমার দে ৫ ভবতোষ দত্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (২য় সং) ১৬ সরোজ দত্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১০ স্বস্তি মণ্ডল। কাজী আবদুল অদুদ ১২ তরুণ মুখোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ রুশতী সেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬ সরোজ দত্ত। সতীনাথ ভাদুড়ী ২৫ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসু ২০ সুদক্ষিণ ঘোষ। সোমেন চন্দ ১৫ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।। শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি :—দেশনায়ক সুভাষ ২০ কৃষ্ণ ধর। প্রবোধচন্দ্র সেন ১৫ ভবতোষ দত্ত।। গ্রন্থপঞ্জি :—মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পঞ্জি ১৮৫০-১৮৬৭ ১০০ ।। পরিভাষা :—(২য় সং) ২০।। সংকলন গ্রন্থ :— আলোর ফুলকি ৮০। রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ১০০। জিয়নকাঠি (২য় সং) ৮০ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। শতবর্ষ পরিক্রমা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১০০ বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত। প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ ৭৫। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা। সংগ্রহ ৫০ সুকুমার পরিক্রমা ৩০ পবিত্র সরকার সম্পাদিত প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ৩৬। রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার : সমকালীন তথ্য ২০ বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত। মনস্বী অন্নদাশঙ্কর ৪৫ ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত। সোমেন চন্দ গল্প সংগ্রহ ৬০ পবিত্র সরকার সম্পাদিত। বানান বিতর্ক (২য় সং) ৪৫ নেপাল মজুমদার সম্পাদিত। বাংলার ছড়া ১০০ ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত ।। আলেখ্য গ্রন্থ : মুক্তির সংগ্রামে ভারত ৬০ ৬০ ।। মুখপত্র :—আকাদেমি পত্রিকা : সম্পাদকমণ্ডলী রসভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায় ১ম সংখ্যা ১৬, ৫ম সংখ্যা ২৫, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৩০, ৭ম সংখ্যা ৩০, ৮ম সংখ্যা ৫০, ৯ম সংখ্যা ৪০ ।। ক্যাসেট :—ছড়ায় ছড়ায় অন্নদাশঙ্কর ৩০ [ পাঠ অন্নদাশঙ্কর রায় ও প্রদীপ ঘোষ ]। চিরপ্রণম্য অগ্নি ৩০ শক্তি চট্টোপাধ্যায়।। ভিডিও ক্যাসেট :- মনস্বী বিদ্যাসাগর ১৫০।

প্রাপ্তিস্থান :— বইঘর [ কলেজ ষ্ট্রিট কফি হাউস এবং রবীন্দ্রসদন চত্বর ] আকাদেমি ভাণ্ডার [ ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-১০ ] ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দে বুক ষ্টোর, ক্রান্তিক প্রকাশনী, পুস্তক বিপণি, ঊষা পাবলিশিং হাউস, সুবর্ণরেখা ও সূর্যসেনা।

৭১৮ (২৯) ৪-৩-৯৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার


## প্রশাসন দেখুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব ইদুজ্জোহা। এই উপলক্ষে উট, দুম্বা, গরু, খাসী ইত্যাদি কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর জন্য উমরপুর হাট থেকে গরু কিনতে গেলে হাট মাসুল, রাস্তা পাশ ছাড় দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও একটি গরুর জন্য ক) উমরপুর ট্রাফিক পুলিশ, খ) রেলগেটের পুলিশ গ) জোড়া সাঁকো ঘ) হাসপাতাল মোড় ঙ) ফুলতলা ট্রাফিক পুলিশ চ) ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড়ের ঘাট ফাঁড়ী এবং ছ) পূর্বপাড়ের ঘাট ফাঁড়ী—এই সাত জায়গার প্রতি ক্ষেত্রে ১০টা হিসাবে মোট ৭০ টাকা সেলামী দিলে তবেই প্রাণীটিকে জঙ্গিপুরে আনতে পারা যায়। ইদুজ্জোহার প্রাক্কালে উল্লেখিত 'সাত ভাই চম্পা'-দের জোর বরাত!

**শব্দ দূষণ বন্ধ হোক** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

তখন বেসুরো আওয়াজ তার উপরে ৪ চৈত্র সংসঙ্গের পঞ্চদোল উৎসবের শহর পরিক্রমা শেষে জঙ্গীপুর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় নাম কীর্ত্তনাদি প্রচার অধিকাংশ মানুষেরই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকজন মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীর অভিভাবক হাত জোর করে অনেকের দরজায় ঘুরেছেন। কিন্তু পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়ার সাহস পাননি। আর পুলিশও নিশ্চিন্ত। তারা কানে শুনলে হবে কি, তাদের কাছে তো কোন অভিযোগ নাই।


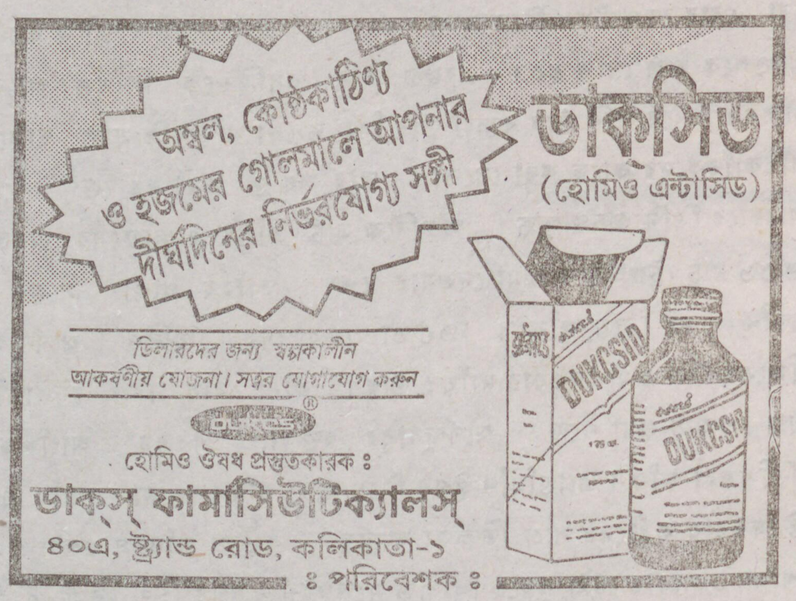


**মুর্শিদাবাদ ঃ** ✪ সরকার হোমিও হল, সেখপাড়া ✪ হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মেসী, বাজারপাড়া রোড, রঘুনাথগঞ্জ ✪ নিউলাইফ হোমিও ফার্মেসী, স্কুল রোড, সালার ✪ ভট্টাচার্য্য হোমিও হল, বহরমপুর কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ষ্টল নং ডি/২ বহরমপুর ✪ সন্তুকত হোমিও ফার্মেসী, লালগোলা।



## পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ জীবনের আঁধার থেকে আলোয় ফেরা

গত কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যকে এক সুশৃঙ্খল প্রণালীর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যে পদ্ধতি শুরু হয়ে এই রাজ্যে ভূমি সংস্কার কর্মের মধ্যে দিয়ে। আর তার ফলস্বরূপ আজ এই রাজ্যের গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে কিছু কিছু চাষের জমি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এতে তাদের জীবন-ধারাকেও আজ অনেক উন্নত করা গিয়েছে।

আজ গ্রামের মানুষের হাতে তাদের ইচ্ছেমত খরচা করার জন্য কিছু টাকা পয়সা এসেছে। সবদিক দিয়েই গ্রামীণ জীবনকে উন্নত করার কাজে পঞ্চায়েত এগিয়ে এসেছে।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

॥ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের দুই দশক ॥

৭০৭ (২৯) ৪-৩-৯৮


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

**উমরপুরে বাস দুর্ঘটনা** (১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাদেও প্রচুর যাত্রী ছিল। বাসটি দ্রুতগতিতে উমরপুরে বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পালটি খায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীসহ বেশ কিছু যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। দুজনকে বহরমপুর পাঠানো হয়। কোন প্রাণহানির খবর নাই।

**দু' জায়গায় বধূ হত্যা** (১ম পৃষ্ঠার পর)

চালিয়ে তার বাবার কাছ থেকে টাকা আদায় শুরু করে। রোকেয়ার বাবা আইলেরউপরের মানোয়ার সেখ (বুলন মিস্ত্রী) মেয়ের উপর অত্যাচার কমাতে মাঝে দশ হাজার টাকা তাঁর জামাইকে দেন বলে পুলিশকে জানান। তিনি আরও জানান—গত আঠার মাস মেয়ের বিয়ে হয়। একটি পুত্র সন্তানও হয়। বিয়ের দু' তিন মাস পর থেকে শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচার শুরু হয়। পুলিশের কাছে মানোয়ার তাঁর জামাই নাসির, তার মা, বড় ভাই মনটু সেখ, ছোট ভাই বাসিরুদ্দিন সেখ ও তার স্ত্রী মহরুমা বিবির নামে অভিযোগ করেন। ২৫ মার্চ নাসির, মনটু ও বাসিরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জঙ্গিপুরের এসডিজেএম কোর্টে ধৃতদের জামিন না মঞ্জুর হয়।

সাগরদীঘি ঃ গত ১৩ মার্চ এই থানার বালিয়া গ্রামে ঝুমা দাস (২০) নামে এক গৃহবধূকে দুপুরবেলায় গ্রামবাসীরা গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। জানা গেছে বালিয়া নিবাসী অসিত দাসের সঙ্গে রঘুনাথপুরের নিমাইচন্দ্র দাসের মেয়ে ঝুমার বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। ঘটনার দিন দুপুরে ঝুমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন লাগিয়ে ঘর বন্ধ করে শ্বশুরবাড়ীর লোকজন চলে যায় বলে খবর। গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা রোগীর অবস্থা আশংকাজনক বলে জানান। এই ঘটনায় মেয়ের বাড়ির পক্ষ থেকে সাগরদীঘি থানায় একটি অভিযোগ করা হয়। দু' দিন পর ঝুমা মারা যান।

## সপ্তদশ বহরমপুর বই মেলা-৯৮

### বহরমপুর ঃঃ মুর্শিদাবাদ

আগামী ৩০-৩-৯৮ থেকে ৫-৪-৯৮ পর্যন্ত বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহরমপুর বই মেলা। এই মেলায় বহু নামী প্রকাশকদের ষ্টল ছাড়াও প্রত্যহ থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ জেলার যুব এবং লোক সংস্কৃতি শিল্পীদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত থাকছেন চেতনা নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের 'মারীচ সংবাদ' নাটক নিয়ে এবং শান্তিনিকেতনে পাঠরত বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

*দুই বাংলার এই মিলন মেলায় জেলার সকল স্তরের পুস্তক প্রেমীদের জানানো হচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ।*

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
কর্তৃক প্রচারিত ॥

৭৪৪ (২৯) ১৩-৩-৯৮